بسم الله الرحمن الرحيم

জুমুআর খুতবা (৮ জুন ২০১২)

সৈয়দনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)

বাংলা ডেস্ক নিজ দায়িত্বে খুতবার এই বঙ্গানুবাদ উপস্থাপন করছে।

সৈয়দনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) কর্তৃক যুক্তরাজ্যের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত ৮ জুন ২০১২-এর (৮ এহসান, ১৩৯১ হিজরী শামসি) জুমুআর খুতবা।

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم*

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * الْحَمْدُ لله رَبِّ الْعَالَمِينَ * الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ * إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ * اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ * صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ (آمين)

আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে জামাতের উন্নতির যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন আজ প্রত্যেক আহমদী এমন কি আহমদী বিরোধীরাও সেই প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হতে দেখছে। আজ আল্লাহ্ তা'লার অপার কৃপায় পৃথিবীর যে কোন দেশেই আপনি যান না কেন সেখানে আপনি আহমদীদের দেখতে পাবেন সংখ্যায় তা কম হোক বা বেশি।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন, আল্লাহ্ তা'লা জামাত সম্পর্কে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ **(অর্থাৎ: 'আমি তোমার অনুসারীদেরকে তোমার বিরোধীদের উপর রোজ কিয়ামত পর্যন্ত জয়যুক্ত রাখব')**। বারাহীনে আহমদীয়া গ্রন্থে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এভাবে এ আয়াতের ব্যাখ্যা করেছেন, **'আয়াতের এই অংশের এবং ইলহামের ব্যাখ্যা এটি, যারা তোমার আনুগত্য করবে, অর্থাৎ প্রকৃত অর্থে আল্লাহ্ ও রসূল (সা.)-এর অনুসারীদের অন্তর্ভূক্ত হবে, তাদেরকে তাদের অস্বীকারকারী বিরোধীদের উপর কিয়ামত পর্যন্ত বিজয় দান করব'** অর্থাৎ তারা যুক্তি-প্রমাণের সাহায্যে বিরোধীদের উপর জয়যুক্ত থাকবে।

জামাতের পক্ষে আল্লাহ্র প্রতিশ্রুতির এ অংশ উল্লেখ করার পর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) পুনরায় বলেন, 'আল্লাহ্র অঙ্গীকার সত্য। এখন তো বীজ বপন হচ্ছে মাত্র। (এটি ১৯০২ সালের অক্টোবর মাসের লেখা, তিনি তখন বলেছেন, এখন বীজ বপন করা হচ্ছে) আমাদের বিরোধীরা কী চায় আর আল্লাহ্ তা'লার অভিপ্রায় কী? যদি চিন্তা করে দেখেন তাহলে তা এখনই জানতে পারেন। আল্লাহ্ বলেছেন, যদি তারা চিন্তা করে দেখে তাহলে প্রত্যেকে খুব শীঘ্রই জানতে পারবে। তিনি বলেছেন, তারা তাদের সকল প্রকার পরিকল্পনা ও দূরভিসন্ধিতে ব্যর্থ হচ্ছে **'যদি তারা এ সম্পর্কে একটু চিন্তা করে দেখতো!'**। তারপর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন, **'যদি বিরোধী না থাকতো তাহলে এখানে এমন অসাধারণ অগ্রগতি আমাদেরও হত না। অর্থাৎ আমাদের উন্নতিতে নিদর্শনমূলক বৈশিষ্ট্য থাকত না। কারণ অলৌকিকতা তুলনা ও প্রতিযোগিতার ফলে পরিস্কার ভাবে পরিদৃষ্ট হয়।'**

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন, **'একদিকে আমাদের বিরোধীরা আমাদের নিঃশেষ করে দেয়ার চেষ্টায় রত। তারা আমাদের সালাম পর্যন্ত নেয় না। আমাদের অবর্তমানে ঘৃণা ভরে আমাদের উল্লেখ করে।'** আর এখন এই ঘৃণা চরম পর্যায়ে চলে গেছে। প্রকাশ্যে জঘণ্য ভাষায় গালি-গালাজ করার ক্ষেত্রেও তারা সমস্ত সীমালঙ্ঘন করেছে। যাহোক এগুলো বিরোধীদের কাজ।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন, **'অপর দিকে আশ্চর্যজনকভাবে আল্লাহ্ তা'লা জামাতকে বৃদ্ধি করে চলেছেন। এটি অলৌকিক নিদর্শন নয়ত আর কী? এটি কী আমাদের কাজ না আমাদের জামাতের কাজ? অবশ্যই না। এটি নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'লার কাজ— যার রহস্যের গভীরতা কেউ উদঘাটন করতে পারবে না'**। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন, এটি আল্লাহর কাজ, তাঁর কাজ বিস্ময়করই হয়ে থাকে। অতএব আল্লাহ্ তা'লার বিস্ময়কর সাহায্য ও সমর্থনের দৃশ্য আমরা প্রতিদিন দেখছি। শুধু এটিই না যে, পবিত্র স্বভাবের মানুষ জামাতে প্রবেশ করছে, প্রতিদিন জামাতের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। জনসংখ্যার ক্ষেত্রে জামাত প্রতিদিন উন্নতি করছে। ধন ও জনবলে উন্নতি সাধিত হচ্ছে এবং এটি আহমদী বিরোধীদেরকে আরো বেশী হিংসার অনলে দাহ করছে। প্রতিদিন পাকিস্তান থেকে এ ধরনের খবর আসছে। ঘৃণা ও হিংসা-বিদ্বেষ তাদেরকে এমনভাবে অন্ধ করে দিয়েছে যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ছবি বিকৃত করে উপস্থাপন করছে। এতে গালমন্দ লেখা হয়, একে পদদলিত করা হয়। এক দুর্ভাগা তার দোকানের চৌকাঠের উপর তাঁর ছবি বিছিয়ে রেখেছিল যাতে ক্রেতারা তা মাড়িয়ে দোকানে প্রবেশ করে। যাহোক এগুলো তাদের কাজ; কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা প্রশাসনের মধ্যে থেকে কোন কোন ভদ্রমানুষকে দাঁড় করিয়ে দেন আর এ ক্ষেত্রেও একজন সরকারী কর্মকর্তাকে দাঁড় করিয়েছেন যিনি দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ করেন এবং ছবিটি সেখান থেকে উঠিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু বিরোধীকে মনে রাখতে হবে, এটি আল্লাহ্ তা'লার কাজ, আল্লাহ্ তা'লা তাঁর প্রেমিকের সাহায্য ও সমর্থন করে থাকেন এবং তাঁর জন্য আত্মাভিমানও পোষণ করেন। আল্লাহ্ তা'লার আত্মাভিমান তাঁর প্রেমিকের সাথে কৃত নিকৃষ্ট আচরণের প্রতিশোধ নিবে এবং অবশ্যই নিবে। তারা ও তাদের নেতারা নিশ্চিতরূপে শিক্ষণীয় নিদর্শনে পরিণত হবে। এমন সময় আসবে যখন শুধু এসব মানুষের ছবি নয় বরং তারা নিজেরাই এর চেয়ে বেশি পদদলিত হবে। আহমদীরা দোয়া ও ধৈর্যের মাধ্যমে কাজ করে যাচ্ছে, আর এটিই আমাদের শিক্ষা। আমাদের মনে কষ্ট দিতে তারা যা ইচ্ছা করতে পারে, যে পদ্ধতি অবলম্বন করতে তাদের মন চায় তা তারা করুক, কিন্তু আমরা কখনো আইন হাতে তুলে নেই নি আর নিবও না। কিন্তু যেভাবে আমরা বলেছি, আমরা দোয়া ও ধৈর্যের সাথে কাজ করে থাকি আর তা করতে থাকব ইনশাআল্লাহ্। আর এটিই একজন আহমদীর বৈশিষ্ট্য। অতএব পৃথিবীর প্রত্যেক আহমদী, বিশেষ করে পাকিস্তানের আহমদীদের এ বৈশিষ্ট্যকে ক্রমাগত উজ্জল করে যেতে হবে। আপনারা দোয়ায় সর্বশক্তি নিয়োগ করুন কেননা এটিই আমাদের একমাত্র অস্ত্র। এছাড়া অন্য কোন অস্ত্র আমাদের কাজে লাগতে পারে না। কেউ কেউ বলে থাকে, এটিও যেন করা হয়— ওটিও যেন করা হয়। (আমি বলি) প্রথমে দোয়ায় পুরো জোর লাগিয়ে দিন। যাহোক আমি জামাতের উন্নতির কথা বলছিলাম যে, আল্লাহ্ তা'লা কীভাবে সাহায্য সমর্থন করছেন এবং কীভাবে সৎ প্রকৃতির লোকদের মাঝে এক ধরনের বিপ্লব সৃষ্টি হচ্ছে! ইসলামের প্রতি যাদের সামান্যতম ভালবাসা রয়েছে, ধর্মের সাথে যাদের সামান্যতম সম্পর্কও রয়েছে তারা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রতি আকৃষ্ট হয়। আল্লাহ্ তা'লা তাদের পথনির্দেশ করেন। কিন্তু বস্তুবাদী মানুষ, যারা ধর্মের প্রতি কোন আগ্রহ রাখে না, যাদের অনেকে আল্লাহ্ তা'লার প্রতিও ঈমান রাখে না তারাও এ কথা বলতে বাধ্য যে, এটি এমন একটি জামাত যার পদক্ষেপ সর্বদাই উন্নতির পানে ধাবিত হচ্ছে। তারা এ কথা বলতে বাধ্য, তোমরা ইসলামের যে শিক্ষা উপস্থাপন করছ তা একদিন বিশ্বে জয়যুক্ত হবে।

অতএব হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যেভাবে বলেছেন, এটি আল্লাহ্র কাজ এবং বিস্ময়কর বিষয়াদী যে প্রকাশ পায় এটিও তাঁরই কাজ। জামাতের সদস্যরা যদি আল্লাহ্র খাতিরে জামাতের কাজে তাদের কেবল হাত লাগায় আর আল্লাহ্ তা'লা তাতে হাজার হাজার হাতের কৃত কাজের সমপরিমাণ ফল প্রকাশ করেন। এ জিনিসই শত্রুদেরকে হিংসার অগ্নিতে আরো অধিক পুড়িয়ে ছারখার করে। অতএব তাদের এই হিংসা আমাদের প্রতি নয় বরং আল্লাহ্র অনুগ্রহের প্রতি, যিনি আপন অনুগ্রহে এমন ফলাফল সৃষ্টি করেন যা জামাতের প্রতি আল্লাহ্ তা'লার সমর্থনের সুস্পষ্ট ও সমুজ্জ্বল প্রমাণ বহন করে।

অতএব আমি এসব বিরোধীদের বলছি, তোমাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা আল্লাহ্ তা'লার সাথে, আর আল্লাহ্ তা'লার সাথে কেউ প্রতিযোগিতা করতে পারে না। কাজেই ভীত হও এবং আল্লাহ্‌কে ভয় কর। অন্যথায় আল্লাহ্ তা'লার সাথে যারা প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয় তাদের চিহ্নও অবশিষ্ট থাকে না। শত্রুদের এমন হিংসা-বিদ্বেষের ফলে আমরা সর্বদাই কৃপাবারি বর্ষিত হতে দেখি। এরা মুসলমান হবার দাবীদার হওয়া সত্ত্বেও চিন্তা করে দেখে না যে, জামাতে আহমদীয়ার যে কোন কাজের ফল বিধর্মীদের কাছে ইসলামের সুন্দর শিক্ষারূপে প্রকাশিত হচ্ছে। অতএব নাম সর্বস্ব এসব আলেম ইসলাম প্রেমী নয়। তারা শুধু নিজেদের পদকে ভালবাসে এবং স্বার্থ উদ্ধারের ফন্দিতে আছে। আমি যেভাবে বলেছি, অন্যদের উপর আল্লাহ্ তা'লা আমাদের কথার পবিত্র প্রভাব সৃষ্টি করেন। আর তারা আমাদের অনুষ্ঠানাদিতে অংশগ্রহণ করে প্রকাশ্যে এসব কথা স্বীকার করে থাকেন।

আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহে আমি যখন বিভিন্ন দেশে বা বিভিন্ন জামাত সফরে যাই তখন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বাণী পৌঁছানোর কল্যাণে ইসলামের এক নতুন রূপ অন্যদের সামনে প্রকাশ পায়। আপনারা অবহিত আছেন, কয়েক দিন পূর্বে আমি হল্যান্ড ও জার্মানীর জলসায় যোগদানের জন্য গিয়েছিলাম। এসব জলসায় যোগদান করে যেখানে জামাতের সদস্যের সাথে সাক্ষাতের ও কিছু বলার সুযোগ হয়েছে সেখানে অ-আহমদী বন্ধুদের অংশগ্রহণেও বিভিন্ন অনুষ্ঠান হয়েছে। এসব অনুষ্ঠানের একটি পবিত্র প্রভাব তাদের উপর পড়েছে। এ ছাড়া যেসব অ-আহমদী তাদের বন্ধুদের আমন্ত্রণে জলসায় অংশগ্রহণ করে তাদের উপর জামাতের শিক্ষা ও ব্যবস্থাপনার অনেক ভাল প্রভাব পড়ে। সাধারণত সফর থেকে ফিরে এসে আমার রীতি অনুযায়ী সফরের সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত উপস্থাপন করি এবং জলসা ও এর ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে কিছু বলে থাকি। আজ আমি অ-আহমদীদের সাথে যেসব অনুষ্ঠান হয়েছে তা দিয়ে আমার বক্তব্য শুরু করছি। আমার সফরে আল্লাহ্ তা'লার আশিসের যে বারিধারা বর্ষণ হতে আমি প্রত্যক্ষ করেছি তা হতে কতক উল্লেখ করছি। আমি হল্যান্ড জলসায় যোগদানের কথা বলেছি। অনেক বছর পর আমি তাদের জলসায় অংশগ্রহণ করেছি। যাত্রার আগে আমি হল্যান্ডের আমীর সাহেবের চিঠি পেলাম তাতে তিনি লিখেন, আপনি আমাদের জলসায় আসছেন, আমাদের স্থানীয় ডাচদের নিয়ে একটি অনুষ্ঠান করার ইচ্ছা। আমি প্রথমে না বলে দেই— ভাবলাম প্রয়োজন নেই। কারণ আমার ধারণা ছিল, এখানকার শিক্ষিত ও সুশীল সমাজের সাথে জামাতের সদস্যদের হয়ত তেমন যোগাযোগ নেই। কয়েকদিন পর আমার নিজেরই মনে হল, যেখানে আমাদের জলসা হচ্ছে এবং যেখানে আমাদের কেন্দ্র তা ইসলামের সেই শত্রুর বসবাসস্থল যে প্রায়শঃই ইসলাম ও মহানবী (সা.)-এর বিরুদ্ধে অপলাপ করে থাকে। ভাবলাম আমাদের অনুষ্ঠানে এখানকার কতক রাজনীতিবিদ, শিক্ষিত মানুষ এবং সাংবাদিক আসলে তাদের সাথে কথা বলার সুযোগ হবে। আমার ধারণা ছিল, এখানকার জামাত ছোট্ট তাই হয়ত পনের বিশ জনের মতো মানুষ আমাদের অনুষ্ঠানে আনতে পারবে। কিন্তু একশত পঁচিশ জনের অধিক অতিথি আমাদের অনুষ্ঠানে যোগ দেন। এদের মধ্যে উক্ত এলাকার সাংসদ, শহরের মেয়র, রাজনীতিবিদ ও শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গ ছিল এবং আশ্চর্যজনক ভাবে স্থানীয় পত্রিকার সাংবাদিক ছাড়াও জাতীয় সংবাদপত্রের প্রতিনিধিরাও উপস্থিত ছিল। তাদের সামনে ইসলামের কতিপয় সুন্দর দিক এবং মহানবী (সা.)-এর উত্তম জীবনাদর্শ এবং কুরআনের শিক্ষা উপস্থাপন করি কেননা, এসব বিষয় সম্পর্কেই ওখানকার রাজনীতিবিদরা আপত্তি করে থাকে। সেখানকার মেয়র এবং সাংসদ ধর্মীয় সম্প্রীতি ও সহনশীলতা সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন। ইসলামের অনিন্দ্য সুন্দর শিক্ষা এবং মহানবী (সা.)-এর জীবনাদর্শের বিষয়ে আমার বক্তব্য শুনেন আর পরবর্তীতে স্থানীয় সাংসদের আলাপচারিতা থেকে বুঝা যায়, তিনি ভাল প্রভাব গ্রহণ করেছেন আর তা উল্লেখ করেছেন। আমি বলেছিলাম, আমার ধারণা হল্যান্ড জামাতের সেখানকার রাজনীতিবিদদের সাথে ভালো যোগাযোগ নেই, সাংসদের বক্তব্যেও তা প্রকাশ পেয়েছে এবং আমার ধারণার সত্যায়নও হয়েছে । তিনি বলেছেন, রাজনীতিবিদ ও শিক্ষিত সমাজের সাথে আপনারা বেশি বেশি যোগাযোগ রাখবেন। ইসলামের অনুপম শিক্ষা সম্পর্কে তাদেরকে অবহিত করুন আর এরপর পত্র-পত্রিকা এবং ওয়েব সাইটেও এগুলো তুলে দিন। এভাবে তারা নাম উল্লেখ না

এদিকে ইঙ্গিত করেছে, আপনারা এমন কার্যক্রম চালালে উইল্ডারের মত ইসলাম বিদ্বেষীদের মুখ বন্ধ হয়ে যাবে আর সর্বসাধারণ ইসলামের অনুপম শিক্ষা সম্পর্কে অবহিত হবে। অতএব দেখুন! এখানেও হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কথা 'খোদার কাজও অদ্ভুত হয়ে থাকে' কীভাবে পূর্ণ হচ্ছে। একজন খ্রিস্টান, ইসলামের অতুলনীয় সুন্দর শিক্ষা স্বদেশীদের কাছে পৌঁছানোর উপায় বাতলে দিচ্ছেন আমাদের, এটি খোদা তা'লার কাজ।

এরপর এই ভদ্র সাংসদ যিনি প্রবীন ও ঝানু রাজনীতিবিদ, যিনি দীর্ঘদিন থেকে সাংসদ নির্বাচিত হয়ে আসছেন, তার ওয়েব সাইটেও আমার এবং তার ছবির সাথে সেই অনুষ্ঠান ও সভার বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন। অনুষ্ঠানের পর তার সাথে একান্তে সাক্ষাতের বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন। এ ব্যাপারে তিনি আমাকে বলেও গিয়েছিলেন, আমি এগুলো সবই ওয়েবসাইটে দিব যেন ইসলাম সম্পর্কে আমাদের স্বদেশীদের ধারণা দূর হয়। আর এদেশে এমন কিছু স্বার্থবাদী লোক, রাজনীতিবিদ এবং ইসলাম বিদ্বেষী যে সব ঘৃণা ছড়াচ্ছে তা যেন দূরীভূত হয়।

এরপর পত্র-পত্রিকাও এই অনুষ্ঠানের বিস্তারিত সংবাদ ছেপেছে এবং আমি যা বলেছিলাম তা খুব সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছে। সেখানকার দু'টি নামকরা জাতীয় পত্রিকার সাংবাদিকরা এসেছিল। এর মাঝে একজন আমার কয়েক মিনিটের সাক্ষাতকারও নিয়েছে। সাংবাদিক যখন তার প্রশ্ন শেষ করল, তখন আমি বললাম, আমারও একটি প্রশ্ন আছে বা আমার প্রশ্ন হল, এই অঞ্চলে বা নুন্‌স্পীট'এ যেখানে আমাদের কেন্দ্র অবস্থিত, হল্যান্ডে এই অঞ্চলটি বাইবেল বেল্ট নামে পরিচিত। এরা ধর্মের যথেষ্ট জ্ঞান রাখে। হল্যান্ডের অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় চার্চে যাতায়াত এ অঞ্চলের লোকদের বেশী, তোমরা হযরত ঈসা (আ.)-এর দ্বিতীয় আগমনের অপেক্ষায় আছ। তোমাদের কথা অনুযায়ী এর লক্ষণও কিছু না কিছু প্রকাশ পাচ্ছে এবং তোমাদের কথানুসারে সেই প্রতিশ্রুত সময় এসে গেছে বরং গত হয়ে গেছে। হযরত ঈসা (আ.) আসলেন না। যিনি এসেছেন— তিনি হলেন, আমরা যাকে মসীহ্ মওউদ (আ.) হিসাবে মেনেছি তিনি; এখন এই ব্যক্তির আগমন সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করে দেখ। আমার এ কথায় তার চেহারা কিছুটা লাল হয়ে যায় কিন্তু সে কিছু না বলে মুচকি হেসে চুপ করে থাকে। এ ঘটনার পর আমার ধারণা হয়েছিল, সে হয়ত আমাদের অনুষ্ঠান সম্পর্কে সংবাদ ছাপবে না আর ছাপলেও সঠিক তথ্য উপস্থাপন করবে না। কিন্তু পরদিন আমার জন্যও এবং জামাতের অন্যদের জন্যও এ বিষয়টি অবাক করার মত ছিল, সে কেবল সংবাদ ছাপেই নি বরং পত্রিকার প্রথম পাতায় আমার ছবিও ছেপেছে এবং ভেতরের পাতায় প্রায় দেড় পৃষ্ঠা জুড়ে এই অনুষ্ঠানের সচিত্র সংবাদ প্রকাশ করেছে। জলসার ব্যাপারে বিস্তারিত লিখেছে। ইসলামী শিক্ষা সম্পর্কেও সংবাদ ছেপেছে। এটি সেখানকার জাতীয় পত্রিকা যার পাঠক সংখ্যা লক্ষ লক্ষ। যাহোক এর মাধ্যমে ইসলামের অনুপম শিক্ষা এদেশের মানুষের কাছে পৌঁছেছে।

আমি আরেকটি জাতীয় পত্রিকার কথা বলেছিলাম, সেই পত্রিকাও সংবাদ ছেপেছে। স্থানীয় পত্রিকাগুলোও বেশ ভাল কভারেজ দিয়েছে। এর কিছু অংশ আমি উপস্থাপন করছি এর মাঝে প্রথমটি হল্যান্ডের জাতীয় পত্রিকা যার নাম **'দাগব্লাড** (Dagblad)'। এই পত্রিকা প্রথম যে সংবাদ ছেপেছে তা হলো, 'শান্তির দূত খলীফা' এরপর আমার উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছে, হযরত ঈসা (আ.)-এর পুনরাগমনের ব্যাপারে এ জামাতের বিশ্বাস হল, **'তিনি মৃত্যু বরণ করেছেন— তিনি আর ফিরে আসবেন না। হযরত মির্যা গোলাম আহমদ সাহেবের আগমনই হচ্ছে ঈসা (আ.)-এর দ্বিতীয় আগমন'**। এরপর রয়েছে বিস্তারিত সংবাদ। আমি সংক্ষিপ্ত কয়েকটি বাক্য পড়ে দিচ্ছি। তা লিখেছে, তবলীগের মাধ্যমে আহমদীয়া জামাত জগত জুড়ে প্রসার লাভ করছে। আহমদীরা কখনো কোন উগ্রবাক্য ব্যবহার করে না। কেবল মুবাল্লিগদের মাধ্যমে পশ্চিমা দেশ সমূহে জামাত প্রতিষ্ঠিত হয়নি বরং স্বদেশে বিরোধিতাও এর কারণ। এরপর তিনি পাকিস্তান থেকে হিজরত করে আগমনকারী আহমদীদের কথাও উল্লেখ করেন।

অতঃপর লিখে এ জামাতের সদস্যদের জামাতের সাথে এবং পরস্পরের মাঝে অত্যন্ত গভীর সুসম্পর্ক রয়েছে। এরপর ফলাও করে জলসার সংবাদ ছেপেছে। আমার বরাতে আমি যা বলেছি তা লিখেছে, "তিনি আন্তরিকভাবে উপস্থিত অতিথিদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তিনি এটিও বলেন, যদিও হল্যান্ডের একটি শ্রেণী এমন আছে যারা ইসলামের ব্যাপারে চরম অশোভনীয় কথাবার্তা বলে বা অপপ্রচার করে। কিন্তু এরপরও আপনারা স্বশরীরে এখানে ইসলাম সম্পর্কে জানতে এসেছেন। প্রকৃত বিষয় হল, সম্মান প্রদর্শন ও শান্তি প্রতিষ্ঠা করা। অতঃপর আমার বরাত দিয়ে লিখে, তিনি (আই.) বলেছেন, আমি নিশ্চিতভাবে বলতে পারি, আমরা কখনো প্রতিশোধ নেয়ার মনমানসিকতা লালন করি না। হ্যাঁ! মুসলমানদের মাঝে কতিপয় দল রয়েছে যারা উগ্রপন্থী । খলীফার এ ব্যাপারে সূক্ষ্ম দৃষ্টি রয়েছে। ঐসব (উগ্রপন্থী) মুসলমানদের এরূপ কর্মকান্ড সম্পূর্ণ ভুল, মুহাম্মদ (সা.)-এর আদর্শের সম্পূর্ণ বিরোধী। অতঃপর লিখে, খলীফা বলেছেন, হল্যান্ডে পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধের ক্ষেত্রে দুর্বলতা পরিলক্ষিত হচ্ছে আর এ কারণে তিনি চিন্তিত। বিশেষতঃ যদি এরূপ মনমানসিকতার অধিকারী ব্যক্তি শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয় যারা পরস্পরের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে না তাহলে সমস্যার সৃষ্টি হবে। এটি ছিল একটি পত্রিকায় প্রচারিত সংবাদ।

দ্বিতীয়টি সেখানকার জাতীয় পত্রিকা Trouw। সেটিও অনুরূপ শিরোনাম দিয়েছে, **'খলীফার শুভাগমন হয়েছে এবং তিনি উগ্রতার সমালোচন করেছেন'**। এরপর আমার বরাতে মোটা অক্ষরে লিখেছে, "এই সন্ত্রাস ও কট্টরতার জন্য মহানবী (সা.)-কে দোষারোপ করবেন না। এরপর আহমদীয়া জামাতের বিশ্বাসের আলোকে লিখেন, হযরত মির্যা গোলাম আহমদ– মসীহ্ মওউদ। তাঁর অনুসারীরা তাঁর সত্তায় ঈসা (আ.)-এর দ্বিতীয় আবির্ভাব বলে বিশ্বাস করে। আহমদীরা বলেন, ঈসা (আ.)-এর গুণে গুণান্বিত হয়ে তিনি আগমন করেছেন। এভাবে ইসলামের বাণী এবং মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর আগমনের উদ্দেশ্যও সেসব মানুষের সম্মুখে অত্যন্ত স্পষ্ট ও প্রাঞ্জলভাবে বর্ণিত হয়েছে।

দেখুন! এটি হচ্ছে আল্লাহ্ তা'লার কাজ। একদিকে ইসলামের বিরোধিতায় ওয়েল্ডার সীমা ছাড়িয়ে গেছে। সে ইসলামী শিক্ষা ও হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর বিরুদ্ধে পৃথিবীতে নিজের পুস্তকের মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠান করে বেড়াচ্ছে। অন্যদিকে কেবল তার দেশেই নয় বরং তার নির্বাচনী এলাকা যেখান থেকে সে সাংসদ নির্বাচিত হয়েছে সেখান থেকে আহমদীয়া জামাতের মাধ্যমে ইসলাম ও হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর অনিন্দ্য সুন্দর ও শান্তি প্রিয় শিক্ষা বর্ণনার মাধ্যমে ভ্রান্ত ধারণা দূরীভূত হচ্ছে। আমি যতটুকু জানতে পেরেছি, তার পুস্তক তেমন একটা গ্রহণযোগ্যতা লাভ করে নি। কিন্তু তার দেশের সংবাদপত্র এবং এম.পি.'র ওয়েব সাইটের মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ মানুষের নিকট ইসলামের অনিন্দ্য সুন্দর শিক্ষা ও প্রকৃত ইসলামের বাণী পৌঁছেছে। যেভাবে আমি বলেছি, হল্যান্ড জামাত এরূপ কভারেজের কথা ভাবতেও পারত না। যাহোক এটি আল্লাহ্ তা'লার কাজ। কিন্তু কৃতজ্ঞতা স্বরূপ আমাদেরকেও কাজ করতে হবে। এখন হল্যান্ড জামাতকে বিশেষভাবে নিজেদের গণসংযোগকে বৃদ্ধি করতে হবে বরং ব্যাপকতর করতে হবে। ইসলাম সম্পর্কে যেসব ভুল ধারণা সৃষ্টি করা হয়েছে সেগুলো দূরীভূত করার জন্য চেষ্টা করা উচিত আর ওয়েল্ডারের মিথ্যাচার ও বিদ্বেষের ঘৃণ্যরূপ স্পষ্টভাবে তার স্বদেশবাসীর সামনে তুলে ধরা উচিত। আজ ইসলামের সুরক্ষা এবং আক্রমনকারীদের সামনে যুক্তি প্রমাণ এর মাধ্যমে জোরালো প্রতিউত্তর কেবল আহমদীয়া জামাতই দিতে পারে। এই অনুষ্ঠানে যোগদানকারী অধিকাংশ অতিথির সার্বিক প্রতিক্রিয়া খুবই ভালো ছিল, আমাদের একজন মুবাল্লিগ যিনি নরওয়ে থেকে ওখানে গিয়েছিলেন, তার পাশে বসা একজন তাকে বলেন, ইসলাম সম্পর্কে এমন কথা আমরা আরো শুনতে চাই– আপনাদের খলীফার বক্তৃতা খুবই সংক্ষিপ্ত ছিল। এক একজন বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তি বলেন, যে শিক্ষা আপনারা দিচ্ছেন– খ্রিস্টানদের এমন শিক্ষা দেয়ার খেয়াল অনেক দেরীতে এসেছিল। তিনি বলেন, বরং দু'হাজার বছর পর মনে পড়েছিল। তার এ কথার উদ্দেশ্য এই ছিল যে, খ্রিস্টানরা এক দীর্ঘ সময় পর্যন্ত নিজেদের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ, ফির্কাবাজি ও যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত থাকে, এখন অবশ্যই

বিভিন্ন ফির্কার এবং দেশের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু আপনারা ইতিমধ্যেই শান্তি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা শুরু করে দিয়েছেন এবং জগদ্বাসীকে জানানো আরম্ভ করে দিয়েছেন। তিনি ব্যক্তিগত দৃষ্টিকোন থেকে বিষয়টি দেখছেন। তার ধারণা নেই যে, আমরা আজকে শুরু করিনি বরং এই শিক্ষা চৌদ্দশ' বছর পূর্বে মহানবী (সা.) নিয়ে এসেছিলেন আর সে সময়ই এর ভীত প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

যাহোক ইসলামের যে ভুল চিত্র এসব লোকের সামনে উপস্থাপন করা হয়, এর নেতিবাচক প্রভাব এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দূর হয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা আগামীতেও এর সুফল প্রকাশ অব্যাহত রাখুন এবং এই জাতি ইসলাম গ্রহণ করে মহানবী (সা.)-এর পতাকাতলে আশ্রয় নিক। কিন্তু যেভাবে আমি বলেছি, এর জন্য জামাতের সদস্যদের অনেক চেষ্টা-প্রচেষ্টা করা উচিত।

হল্যান্ডের পরে জার্মানীতে জলসা হয়েছে। আর এটিও আপনারা এমটিএ'তে সরাসরি দেখেছেন, জার্মানীতে যেখানে জলসার কর্মব্যস্ততা থাকে সেখানে একই সাথে জামাত প্রত্যেক সফরে মসজিদের উদ্বোধন অথবা মসজিদের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের কাজও আমাকে দিয়ে করিয়ে থাকে, এবারের সফরেও একটি মসজিদ উদ্বোধন করা হয়েছে এবং তিন'টির ভিত্তি রাখা হয়েছে। সাধারণত ভিত্তি প্রস্তর স্থাপনের পর এক বছরের মধ্যে নির্মাণ সম্পন্ন হয়ে যায়। আল্লাহ্ তা'লা জার্মানী জামাতের এই সৌভাগ্য উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করুন। ইদানিং মসজিদ উদ্বোধন ও ভিত্তিপ্রস্তর রাখার সময় একটি ভাল বিষয় দৃষ্টিগোচর হচ্ছে আর তাহল, অনুষ্ঠানে স্থানীয় লোকদের আমন্ত্রণ জানানো হয় যাদের মধ্যে সমাজের শিক্ষিত শ্রেণী, মেয়র, সহকারী মেয়র অথবা রাজনীতিবিদ এবং উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারাও অন্তর্ভূক্ত থাকেন। এখানে যে মসজিদই নির্মিত হয় এমনটি করা হয় কিন্তু জার্মানীতে ইতিপূর্বে এমনটি ছিল না। যাহোক এখন তাদের মনোযোগ আকৃষ্ট হয়েছে। আর আহমদীয়া জামাতের পরিচিতি তুলে ধরার জন্য, ইসলামের আকর্ষণীয় শিক্ষা সম্পর্কে অবহিত করা ও তবলীগের জন্য এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আমাদের আসল কাজ হল, ইসলামের সুন্দর শিক্ষাকে জগদ্বাসীর সামনে উপস্থাপন করা। জগদ্বাসীকে সত্যের পানে আহবান করা। মসজিদ নির্মাণের সুবাদে তবলীগের কাজ ব্যাপকতর হচ্ছে। আমি জামাতের সদস্যদের সর্বদা এটি বলে থাকি যে, এই পরিচিতি এবং তবলীগের সুযোগ সৃষ্টি হবার কারণে তাদের দায়িত্বও বেড়ে যায়। নিজেদের ব্যবহারিক জীবনকে ইসলাম সম্মত করা আবশ্যক। জামাতের পরিচিতি বৃদ্ধির কারণে এবার একটি প্রতিষ্ঠানে যাবার সুযোগ হয়েছিল। সেখানে সেনা কর্মকর্তাদের বিশেষ করে চারিত্রিক, রাজনৈতিক ও আইনগত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। জার্মান সমাজে তাদের কি ভূমিকা হওয়া উচিত এ নিয়ে আলোচনা হয়, বিশ্বের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কেও তারা তথ্য সংগ্রহ করে। আন্তর্জাতিক সংস্কৃতি এবং ধর্মীয় বিষয়েও সেখানে বক্তৃতা হয়, সেমিনার করা হয়। এভাবে বেসামরিক কর্মকর্তা এবং প্রশাসনও অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করে থাকে। যেভাবে পূর্বে বলেছি, সেখানে একটি অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হয়েছিল যাতে আমার অংশগ্রহণের সুযোগ ঘটে। সেখানে বক্তব্য রাখার জন্য বাইরের লোকদেরকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। আইনজ্ঞরাও এসে থাকেন, বিভিন্ন ধর্মের প্রতিনিধিরাও আসেন, আর বিভিন্ন বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গও এসে থাকেন। জার্মান মুসলমানদের কেন্দ্রীয় সংগঠনের প্রধান **ঈমান মাজেক** সাহেবকেও সেখানে ডাকা হয়েছিল, তিনি সেখানে বক্তৃতা করেছিলেন। আমাকেও তারা সংক্ষিত বক্তৃতা করার জন্য আহ্বান জানায়। আমি রাষ্ট্রের প্রতি বিশ্বস্ততার প্রেক্ষাপটে ইসলামী শিক্ষা সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা করেছি। এরপর দশ-পনের মিনিটের প্রশ্নোত্তর অনুষ্ঠানও হয়েছিল। উচ্চ পর্যায়ের সেনা কর্মকর্তারা ছাড়াও সেখানে শহরের মেয়র এবং শিক্ষিত খ্রিস্টান পাদ্রী ও ইহুদীরাও উপস্থিত ছিল। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় সেই বক্তৃতার একটি ভাল প্রভাব পড়েছে। ইসলামের আকর্ষণীয় শিক্ষা তাদের কর্ণগোচর হয়েছে। আমাদের জার্মানী জামাতের সেক্রেটারী উমুরে খারেজা জনাব দাউদ মাজুকা সাহেব, পরবর্তীতে আমাকে দু'একটি মন্তব্য পাঠিয়েছেন। একজন বলেছেন, আমি অবাক! পৃথিবী যে সমস্যায় জর্জরিত, কোন মানুষ এত সহজ ভাষায় তার সমাধান তুলে ধরতে পারেন! অতএব এ হল, ইসলামের চমৎকার শিক্ষা! যা সঠিক ভাবে

উপস্থাপন করতে পারলে সবাই তা বুঝতে সক্ষম হবে। আর একজন বলেছেন, আপনাদের খলীফার বক্তৃতা অনেক কিছু স্পষ্ট করে দিয়েছে। ইসলামের ব্যাপারে আপনাদের যে ধারণা উক্ত ধারণা অনুসারে মুসলমানদের এই সমাজে ইন্টিগ্রেশন (সমাজের মূলধারার অংশ হওয়া) অবশ্যই সম্ভব। আজকাল ইউরোপে এ প্রশ্নটি সর্বত্র উঠে থাকে যে, মুসলমানরা আমাদের সমাজে মিশতে পারবে না বা পারে না— তারা ভিন্ন ধরনের মানুষ। বক্তৃতা শোনার পর বলে, পাশ্চাত্যে মানুষের ভেতর এ বিষয়ে ভুল ধারণা সৃষ্টি হয়েছে। অনেকে ইসলামের চমৎকার শিক্ষার কথা শুনে হতবাক হয়।

অতএব এ যুগে ইসলামের প্রকৃত ও চমৎকার শিক্ষা জগতের সামনে উপস্থাপন করা এবং ইসলামের বিরুদ্ধে আপত্তিকারীদের মুখ বন্ধ করার ব্যবস্থা নেয়া মহানবী (সা.)-এর সত্যিকার প্রেমিককে মান্যকারীদের-ই কাজ। অধিকাংশ সেনা অফিসার আমাকে এবং আমার সফর সঙ্গীদের বলেছেন, উক্ত বক্তৃতা আমাদেরকে লিখিত আকারে দিবেন। জার্মানী জামাত— জার্মান ভাষায় এর অনুবাদ করছে পরে তাদেরকে পাঠিয়ে দেয়া হবে।

এরপর জার্মানীর জলসার একটি স্থায়ী বৈশিষ্ট্য হল, জার্মান অথবা অ-আহমদী ও অ-মুসলমান অতিথিদের সাথে একটি অনুষ্ঠান হয়, যেখানে প্রায় পাঁচ-ছয়'শ নারী-পুরুষ একত্রিত হন। সেখানে আমারও কিছু বলার সুযোগ হয়। এবারও ইসলামী শিক্ষা, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর আগমনের উদ্দেশ্য, বর্তমান অবস্থা, এবং পৃথিবী যে খোদাকে ভুলে যেতে বসেছে আর এ কারণে ধ্বংসের দিকে ধাবিত হচ্ছে, এ বিষয় কথা বলা এবং সাবধান করার সুযোগ হয়েছে। উক্ত ধ্বংস থেকে রক্ষা পেতে কি করতে হবে, প্রত্যেক মানুষের কি ভুমিকা পালন করা উচিত, সে ব্যাপারেও বলেছি। এ বক্তৃতা এমটিএ'তে প্রচার হয়েছে; আপনারা হয়ত শুনে থাকবেন। এ অনুষ্ঠানেও যেভাবে আমি বলেছি পাঁচশ'র অধিক জার্মান অমুসলিম ও অন্যান্য অ-আহমদী বন্ধুরা যোগ দিয়েছিলেন আর তাদের উপর এর একটি ভাল প্রভাব পড়েছে।

এছাড়া বিভিন্ন দেশ থেকে আগত অমুসলমান ব্যক্তিবর্গের সাথেও আমার সাক্ষাত হয়েছে, তাদের মধ্য থেকে সবচেয়ে বড় প্রতিনিধিদল এসেছিল বুলগেরিয়া থেকে। পুরুষ-মহিলা মিলিয়ে তারা প্রায় আশিজন ছিল। তাদের মাঝে মাত্র তের অথবা চৌদ্দজন আহমদী ছিলেন, অন্যরা ছিল অ-আহমদী। তাদের মাঝে কতক খ্রিস্টানও ছিল। জলসার কার্যক্রম, বক্তৃতাদি, শৃঙ্খলা প্রভৃতি দেখে সবাই খুবই অভিভূত হয়। প্রতি বছর বিভিন্ন দেশ থেকে বহু সংখ্যক নতুন মানুষ জলসায় আগমন করেন। বুলগেরিয়া থেকেও আসেন এবং সাধারণত জলসা দেখে অভিভূত হন। কারো কারো জন্য এ জলসা (আহমদীয়াতের প্রতি) হৃদয় উন্মুক্ত হবার কারণ হয়। বুলগেরিয়া থেকে আগত প্রতিনিধিদের সাথে কথাবার্তা হচ্ছিল, তখন তাদের মধ্য থেকে একজন যুবক বলল, আপনারা বলেন যে, আমরা অন্তরে খোদাভীতি রাখি এবং তদনুসারে কাজ করি। আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য কাজ করা প্রয়োজন এবং এজন্যই আমরা কাজ করে থাকি। আপনার কাছে এর কী প্রমাণ আছে? তখন আমি বললাম, 'বাকী কথা এক দিকে থাক, আমরা যে আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে এবং প্রত্যন্ত অঞ্চলে গিয়ে জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সেখানকার লোকদের সেবা করছি (তা-ই দেখ)। এ সম্পর্কে সমগ্র পৃথিবীর মানুষ অবহিত। তুমি জানতে চাইলে জানতে পার। এটিই প্রমাণ হিসেবে যথেষ্ট। আমরা বিনিময়ে তাদের কাছ থেকে কিছুই নেই না। হ্যাঁ! এসব মানুষকে এক খোদার সত্যিকার ইবাদতকারী বান্দায় পরিণত করার প্রচেষ্টা আমাদের জারী থাকবে। আমাদের প্রচেষ্টা এ উদ্দেশ্যেই এবং আমরা এ জন্যই কাজ করছি। বুলগেরিয়া সেই দেশ যেখানে কয়েক বছর যাবত জামাতী তবলীগ এবং সব ধরনের কার্যক্রমের উপর বিধি-নিষেধ রয়েছে। সেখানে জামাত রেজিষ্টার্ডও নয়। সরকার মোল্লাদের প্রভাবাধীন। অথচ এই অজুহাত দেখান হয়, অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা এড়ানোর জন্য এখানে সর্বত্র একই খুতবা পাঠ করা হয় এবং সবাই এক ফির্কার লোক। অথচ সেখানে কার্যতঃ অবস্থা এরূপ নয়। আসল কথা হল, তারা কতিপয় আরব দেশ থেকে সাহায্য নিয়ে থাকে। আহমদীরা তবলীগের সুযোগ পাবে এটি তাদের সহ্য নয়, এতে তাদের কর্তৃত্ব হুমকিগ্রস্ত হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও সেখানে প্রতি বছর বয়আত হচ্ছে। অনুরূপভাবে মাল্টা,

স্পেন, তুরস্ক, বসনিয়া প্রভৃতি দেশ থেকে আগত আহমদী ও অ-আহমদী বন্ধুদের সাথেও সাক্ষাত হয়েছে। আল্লাহ্ তা'লার অপার কৃপায় তাদের উপর জলসার সুগভীর প্রভাব পড়েছে। এবার আমি বড় হলরুমে নবদীক্ষিতদের বয়আত নিয়েছিলাম। প্রতি বছর সেখানে নবদীক্ষিতরা আসেন এবং বয়আত করেন। সাধারণত তাদের সাথে যখন পৃথক মিটিং হত তখন সেখানে বয়আত নেয়া হত। এ বছর আমি বললাম, বড় হলে বয়আত নাও যেন অন্যরাও তাতে অংশগ্রহণ করতে পারে। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় এ বয়আতের দৃশ্যও খুব ঈমান উদ্দীপক ছিল। এক ভদ্রলোক সেখানে বসে ছিলেন, দীর্ঘদিন যাবত তার জামাতের সাথে যোগাযোগ ছিল, সম্ভবত ইরানের অধিবাসী। সব মিটিংয়ে অংশ নেন। তার বয়আত করার ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু যখন বয়আত অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়, তিনি বলেন অদৃশ্য কোন শক্তি আমার হাত সম্মুখে এগিয়ে দিল এবং আমি সামনে অগ্রসর হয়ে হাত বাড়ালাম এবং বয়আত করলাম। এরপর তিনি বলেন, এটি সাময়িক আবেগ বশে ছিল না। এখন আমি পাকা আহমদী এবং ইনশাআল্লাহ্ বয়আতের অঙ্গীকারে অটল থাকব এবং এটিকে পালন করব। তিনি বলেন, আমার ভেতর এক নতুন উদ্দীপনা ও আবেগ সৃষ্টি হয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা এদের সবার ঈমান ও বিশ্বাসে উন্নতি দান করুন এবং প্রত্যেকে জলসার যে কল্যাণ অর্জন করেছে তা যেন চিরস্থায়ী হয়।

যাহোক সার্বিকভাবে জার্মানীর জলসা খুবই ভাল হয়েছে। আমি মাঝে মাঝে এমটিএ'তে কয়েকবার যেসব বক্তৃতাদি শুনেছি তা থেকে বলতে পারি বক্তৃতা সমূহের মানও খুব ভাল ছিল। এ জলসা মহা কল্যাণময় এবং কল্যাণ বিস্তারকারী ছিল। কর্তৃপক্ষ সারা বছর জলসার প্রস্তুতির কাজে ব্যস্ত ছিল। জার্মানী জলসার সব আয়োজন মোটামুটি এক ছাদের নীচে হওয়া সত্ত্বেও ওয়াকারে আমল এবং আরো কিছু না কিছু কাজ করতেই হয়। এ বছর পাকিস্তান থেকে নতুন আগত আশ্রয় প্রার্থীরা পরম উদ্দীপনার সাথে কাজ করেছে। কর্তৃপক্ষ বলেছে, দু'শত স্বেচ্ছাসেবীর প্রয়োজন হলে চারশত স্বেচ্ছাসেবক কাজ করার জন্য এসে যেত। তাদের আবেদন গৃহীত হবার পরও তাদের উৎসাহ-উদ্দীপনা বলবৎ থাকবে আল্লাহ্‌র কাছে এটিই আমার প্রত্যাশা। পাকিস্তানের বর্তমান অবস্থা এবং দীর্ঘদিনের বঞ্চনারও একটি প্রভাব হৃদয়ে রয়েছে কিন্তু আশ্রয়ের আবেদন গৃহীত হবার পরও খোদা তা'লার প্রতি প্রকৃত কৃতজ্ঞতা হবে প্রথমতঃ আল্লাহ্ তা'লার ইবাদতে উদাসীন না হওয়া আর দ্বিতীয়তঃ জাগতিক কাজের জন্য জামাতের কাজ থেকে পিছ পা না হওয়া। খিলাফতের সাথে বিশ্বস্ততা এবং ভালবাসার সম্পর্ক বজায় রাখা। এরও প্রতি বছরই নতুন অভিজ্ঞতা হয়। আল্লাহ্ তা'লা এ সম্পর্ককে উত্তরোত্তর দৃঢ় করুন। ব্যবস্থাপনা সম্পর্কেও কিছু কথা বলে দেই কেননা সেখানে তা বলার সুযোগ পাই নি আর বললে সারা পৃথিবীর জামাতের এতে উপকার হয়।

প্রশাসনিক দিক থেকে মোটের উপর পুরো ব্যবস্থাপনা ভালই ছিল। কিন্তু বড় আয়োজনে ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে কিছু অভিযোগ দেখা দিয়েই থাকে। আমি জার্মানীতে আমার জলসার খুতবায়ও বলেছি অর্থাৎ জলসার আগে জুমুআতে আমি বলেছি। কোন কোন বিভাগ সম্পর্কে অনেক বেশি অভিযোগ এসেছে যার মধ্যে থেকে একটি হল, অতিথিসেবা বিভাগ আর এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ। খাবার কম ছিল অথবা খাবার খাওয়ানোর ব্যবস্থা সঠিক ছিল না। মানুষকে দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়েছে আবার অনেকে বিরক্ত হয়ে লম্বা লাইনে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করার পরিবর্তে বাজার থেকেই খেয়ে নিতেন। মহিলাদেরও একই অবস্থা ছিল। এ কারণে বাচ্চাদেরও হয়রানি হতে হয়েছে। পুরুষ এবং মহিলা কর্মীরাও অনেক সময় খাবার পান নি। মহিলাদের নিজেদের ব্যবস্থা নিজেরাই করেছে। প্রথম দিন অথবা একবেলা এ অবস্থা সৃষ্টি হবার পর অফিসার জলসা এবং তার ব্যবস্থাপনার উচিত ছিল, তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ নেয়া, কারণ খুঁজে বের করা যে, কি কারণে এমন হচ্ছে। হয়ত তারা এ বিষয়ে চেষ্টাও করেছিলেন। কিন্তু পরিশেষে এর উত্তম ফলাফল সামনে আসেনি এবং শেষ দিন পর্যন্ত এ ত্রুটি থেকেই গেছে। কর্তৃপক্ষের সর্বদা স্মরণ রাখা উচিত এবং সর্বদা এ রীতি চলে আসছে। পাকিস্তানেও এভাবে হত। প্রতিদিন রাতে অফিসার জলসা সালানা সব নায়েব অফিসার এবং নাযেমদের সাথে মিটিং করতেন আর সেখানে সমস্ত বিভাগের

কোথায় কোথায় ঘাটতি রয়েছে আর পরবর্তী দিন কীভাবে তার সুরাহা সম্ভব তা নিয়ে পর্যালোচনা করা হত। লঙ্গরখানার হিসাব নেয়া হত, খাবার কতটুকু রান্না করা হয়েছে এবং কতজন অতিথি খেয়েছেন। খাবারে টান পড়েছে কী? অতিরিক্ত রান্না করতে হয়েছে কী? নাকি খাবার বেঁচে গেছে আর সে মোতাবেক পরের দিনের হিসাব নেয়া হত। অতিথিসেবা বিভাগের কাজ হচ্ছে, অভিযোগকে উপেক্ষা না করে অফিসার জলসা সালানাকে অবহিত করা, আজকে এতজন অতিথি অথবা এতজন কর্মী খাবার খেয়েছে এবং এতজন খাবার পায়নি? খাবার না পাবার কারণ কী তা তিনি নির্ণয় করবেন? তবে নিয়মিত এর রেকর্ড রাখা উচিত। এ পর্যালোচনা থেকে পুনরায় পরবর্তী দিন অথবা পরবর্তী সময় খাবারের উত্তম ব্যবস্থা করা সম্ভব হত। যদি এ বিষয়ে নিয়মিত মিটিং এবং পরের দিনের পরিকল্পনা করা হত তাহলে তাৎক্ষণিকভাবে উত্তম সমাধান হতে পারত। এভাবে একটি পরিদর্শন বিভাগও থাকে এবং অফিসার জলসা সালানার একটি বিভাগ থেকে থাকে তাঁর বিভিন্ন সহকারী থাকেন যারা বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে সঠিকভাবে কাজ হচ্ছে কি না তা পরিদর্শন এবং পর্যবেক্ষণ করেন? জরুরী অবস্থা হলে তখনই সংশোধনের চেষ্টা করা হয়। যাহোক এই বিভাগকে আরো শক্তিশালী করা প্রয়োজন।

একইভাবে জলসা গাহে গোসলখানা এবং টয়লেটের ঘাটতি দেখা দিয়েছে অথচ এ কমপ্লেক্সের ভেতরে অগণিত গোসলখানা বানানো আছে; হয়ত কোন কারণে তা খোলা হয়নি। এ কারণে কিছু বয়স্ক নারী পুরুষের কষ্ট করতে হয়েছে। অথচ অসুস্থ আর অক্ষমদের জন্য পৃথক এবং উন্নতমানের ব্যবস্থা হতে পারত এবং হওয়া উচিত ছিল। আর সাধারণত এসব দেশেতো হয়েই থাকে। বিশেষ করে এসব ক্ষেত্রে পুরুষ ও মহিলা কর্মীদের নিয়মনীতির ক্ষেত্রে এতটা কঠোর হওয়া উচিত নয়। আপনাদের কাজ হল প্রত্যেকের স্বাচ্ছন্দের বিধান করা। প্রথমে যদি গোসলখানা খোলার অনুমতি না নেয়া হয়ে থাকে তাহলে ব্যবস্থাপকদের উচিত ছিল বিশেষ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে দ্রুত অনুমতি নিয়ে তা খুলে দেয়া। যদি ভাড়ার প্রশ্ন থাকে আর সাশ্রয়ের চিন্তা থাকে, ঠিক আছে অর্থ সাশ্রয় করা অনেক ভাল কথা কিন্তু আমাদেরকে সর্বদা স্মরণ রাখতে হবে, অতিথিদের আতিথেয়তার মূল্যে আমরা অর্থ বাচাঁতে পারি না। অতিথিসেবায় ত্রুটি করে অর্থ বাঁচানোর প্রবণতা ঠিক নয়। আতিথ্য সব কিছুর উপর প্রাধান্য রাখে আর প্রত্যেক বিষয়ের উপর একে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

অফিসার জলসা বা জলসার সর্বোচ্চ কর্মকর্তার একটি বিশেষ টীম যদি এ ব্যাপারে নযরদারী করত তাহলে যে ঘাটতিগুলো বিভিন্ন স্থানে দেখা দিয়েছে বা যে সমস্যা দেখা গেছে তা দেখা দিত না। এভাবে কোন কোন বিদেশী অতিথির পক্ষ থেকেও অভিযোগ উঠেছে। ইউরোপ বা অন্যান্য দেশ থেকে যেসব নওমোবাঈন বা নবাগত আহমদী এসেছিলেন তাদের দেখাশুনা করার মত কেউ ছিল না। যার কারণে দু'একজন অসন্তুষ্ট হয়ে ফিরেও গেছেন। প্রথমতঃ যে দেশ থেকে তারা এসেছেন সে দেশের আমীর ও মুরব্বী বা তত্ত্বাবধায়ক যেহেতু তাদেরকে সাথে করে এনেছিলেন তাই তাদের দেখাশুনা করা এবং প্রয়োজনীয় সকল সাহায্য করা উচিত ছিল। আর যদি তাদের সাথে কেউ না এসে থাকেন তাহলে সাক্ষাতের স্থান এবং ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে পুরো তথ্যাদি তাদের সরবরাহ করা উচিত ছিল। এছাড়া অভ্যর্থনা, আতিথেয়তা, আবাসন ও পার্কিংসহ প্রতিটি বিভাগের কাজ হল, পুরো যোগাযোগ রাখা এবং তাদেরকে সঠিক দিক নির্দেশনা প্রদানের ব্যবস্থা করা। একইভাবে নওমোবাঈন বা অতিথি হিসেবে যাদেরকে নিয়ে আসা হয়েছে জলসার পর তাদের ফিরতি পরিবহনেরও তেমন ব্যবস্থা ছিল না। অনেককে রাত ১০টা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়েছে। অথচ অভ্যর্থনা বিভাগের উচিত ছিল ফিরতি পরিবহনের সুব্যবস্থা করা। কয়েকজনকেও যদি এই ব্যবস্থাপকদের দুর্বলতার কারণে কোন কষ্টের সম্মুখীন হতে হয় তাহলে এটি দৃষ্টি আকর্ষণের দাবী রাখে। আগামীতে এর সংশোধনের চেষ্টা করা উচিত।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর অতিথিদের আতিথ্যের ঘটনা আমরা অহরহ শুনিয়ে থাকি। যেমন মনিপুর থেকে অতিথি আসেন আর লঙ্গরখানার সামনে এক্কা গাড়ি থেকে নামেন আর লঙ্গরখানার সেবকরা তাদের মালামাল সঠিকভাবে না নামিয়ে বলেন, নিজেরাই মালামাল নামাও বা অন্য কোন কথা হয়ত বলে থাকবেন।

তাদের আচরণে অসন্তুষ্ট হয়ে অতিথিরা ফিরে যায়। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কাছে এই খবর যখন পৌঁছল তিনি তৎক্ষণাৎ দ্রুততার সাথে তাদের পিছনে পিছনে গেলেন। তারা ঘোড়ার গাড়িতে করে ফিরে যাচ্ছিলেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) নদীর পাড়ে গিয়ে তাদেরকে থামালেন এবং সেখান থেকে আবার কাদিয়ান নিয়ে আসেন। আর এসে তিনি (আ.) নিজেই তাদের মালামাল নামানো আরম্ভ করেন। কাজেই এই হল আতিথেয়তার উত্তম দৃষ্টান্ত যা আমাদের সামনে রয়েছে। এটি সর্বদা জামাতের বিভাগগুলোকে, ব্যবস্থাপনাকে এবং প্রত্যেক আহমদীকে সামনে রাখা উচিত।

অতএব আমাদের মানকে আরো উন্নততর করা উচিত। জার্মানীতে প্রদত্ত আমার প্রথম খুতবাতেও এ বিষয়গুলোর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলাম। কিছুটাও যদি এর প্রতি মনোযোগ দেয়া হত তাহলে বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে দেখা দিয়েছে বা কারো কারো যে কষ্ট হয়েছে তা হত না। এর কারণে ব্যবস্থাপকদের অন্য ভাল কাজের ফলাফলও নষ্ট হয়ে যায়। সমস্ত পৃথিবীতে জলসা হয়ে থাকে। এখানেও অর্থাৎ ইউকে'তেও ইনশাআল্লাহ্ তা'লা জলসা হবে, যাকে সাধারণত কেন্দ্রীয় জলসা বলা হয়ে থাকে। অতএব তাদেরকে এবং পৃথিবীর সব দেশের জলসার ব্যবস্থাপকদের গভীরভাবে এই কথাগুলোকে পর্যালোচনা করতে হবে। এটি মনে করবেন না যে, একটি দেশে এমন ঘটনা ঘটেছে– আমাদের জন্য নয়। যে যে স্থানে দুর্বলতা এবং ঘাটতি রয়েছে আর যে যে বিভাগে ত্রুটি রয়েছে সেখানে তা দূর করা উচিত, যেন জলসার পবিত্র প্রভাব সর্বত্র বিরাজমান থাকে।

মহিলাদের সম্পর্কেও বলছি, মোটের উপর প্রধান হলে অধিকাংশ সময় নিরবতা বজায় ছিল কিন্তু শিশুদের হল সম্পর্কে এই রিপোর্টই পাওয়া যায় শিশুদের শোরগোলের অযুহাতে মহিলারা নিজেরাই অনেক বেশি কথা-বার্তায় লিপ্ত হন যা হওয়া উচিত ছিল না আর এ সম্পর্কে আমি সেখানেই বলেছি। আগামীতে এই বিষয়ে সাবধান থাকতে হবে।

যাহোক এ সবকিছু সত্ত্বেও যেভাবে আমি খুতবার শুরুতে বলেছিলাম, জলসা মোটের উপর অত্যন্ত ভাল হয়েছে। অনুষ্ঠানমালা ভাল ছিল বক্তৃতাগুলোও ভাল হয়েছে। লোকদের উৎসাহ উদ্দীপনা ছিল উন্নত মানের। আল্লাহ্ তা'লা এর কল্যাণরাজি স্থায়ী করুন। জলসায় অংশগ্রহণকারী সবার সেই সব কর্মীদের প্রতিও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত যারা তাদের জন্য কর্তব্য পালন করেছেন, সময় দিয়েছেন, শ্রম দিয়েছেন। আল্লাহ্ তা'লা এদের সবাইকে এর উত্তম প্রতিদান দিন। আর নারী-পুরুষ সকল কর্মীরও খোদা তা'লার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত এ কারণে যে, আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর অতিথিদের সেবা করার সুযোগ দিয়েছেন। আল্লাহ্ তা'লা সর্বদা এদের সবাইকে এবং প্রত্যেক আহমদীকে পরস্পরের জন্য সহানুভূতি ও সেবার প্রেরণায় উদ্দীপ্ত রাখুন।

(জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ ও বাংলা ডেস্কের যৌথ প্রচেষ্টায় অনুদিত)